প্রথম আলো
তারিখঃ ০৮-০২-২০২৩ (পৃঃ ০২)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন শাইখ সিরাজ। ছবি : সংগৃহীত

একটু চেষ্টা করলেই উৎপাদন আরও বাড়াতে পারি

সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী

সাক্ষাৎকারটি আগামী শনিবার চ্যানেল আইয়ের 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানে সম্প্রচার করা হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা বলছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণের কথা বলছে। এই অগ্রযাত্রায় দরকার গ্রামীণ জনজীবনের অর্থনৈতিক উন্নতি, দরকার খাদ্যনিরাপত্তাসহ কৃষকের উন্নতি, কৃষির উন্নতি। এ লক্ষ্য পূরণ করতে পারলে আগামীর অর্থনৈতিক বনিয়াদকে শক্তিশালী রাখা যাবে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু অনুধাবন করেননি, নীতিনির্ধারণীর মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েও বসে থাকেননি, তিনি নিজে চ্যালেঞ্জটি নিয়েছেন। একজন সরকারপ্রধান হয়েও কৃষি অনুশীলনে নেমেছেন। মাটি ও ফসলের সংস্পর্শে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন।

চ্যানেল আইয়ের পরিচালক, কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজকে দেওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বিষয়টি উঠে এসেছে, যা আগামী শনিবার চ্যানেল আইয়ের 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানে সম্প্রচার করা হবে।

সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'ছোটবেলায় বাবার (জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান) কাছেই কৃষির হাতেখড়ি। তিনিই আমাদের সব ভাই-বোনকে কৃষি অনুশীলনের সুযোগ করে দিতেন। পরবর্তী সময়ে দেশের রাজনীতির সঙ্গে যখন সরাসরি সম্পৃক্ত হলাম, তখনো গ্রামের হতদরিদ্র মানুষ নিয়ে কাজ করেছি, দেখেছি তাদের দুঃখ-দুর্দশা। আমাদের দেশের অর্থনীতির ভীতই তো কৃষির ওপরে। অন্যদিকে জনসংখ্যাও বেশি। সেটা বিচার করে কৃষির ওপর জোর দিতেই হয় সব সময়।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের জমি এত উর্বর, একটু চেষ্টা করলেই আমরা আমাদের উৎপাদন আরও বাড়াতে পারি।'

প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার ও ভিডিও চিত্র ধারণ সম্পর্কে শাইখ সিরাজ বলেন, প্রধানমন্ত্রী গণভবনে বহুমুখী কৃষি উৎপাদনের যে দৃষ্টান্ত গড়েছেন, তা দেশের মানুষের জন্য শিক্ষণীয়। তাঁকে দেখে দেশের মানুষ আরও অনেক বেশি উৎসাহিত হবেন কৃষিতে। তিনি আরও বলেন, 'এ বছর সাংবাদিকতায় আমার চার দশক পূর্ণ হলো। "হৃদয়ে মাটি ও মানুষ" এবার দুই দশকে পদার্পণ করছে। এমন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনের কৃষিক্ষেত্রটি জনমানুষের সামনে তুলে ধরতে পেরে সত্যিই আমি আনন্দিত।'

প্রথম আলো

তারিখঃ ০৮-০২-২০২৩ (অনলাইন সংস্করণ পৃঃ বিশেষ সংবাদ)

দেশে নিষিদ্ধ হলো ক্ষতিকর বালাইনাশক কার্বোফুরান

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে মারাত্মক ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ৮৭টি দেশ এ বালাইনাশক নিষিদ্ধ করেছে।

ধান, গম, ভুট্টার মতো দানাদার শস্যের পোকা দমনে কার্বোফুরান ব্যবহার করা হয়প্রতীকী ছবি

বিশ্বের ৮৮তম দেশ হিসেবে কার্বোফুরান নামের বালাইনাশক নিষিদ্ধ ঘোষণা করল বাংলাদেশ। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর চিহ্নিত করে গত ১৮ জানুয়ারি এটি নিষিদ্ধ করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জারি হওয়া ওই গেজেট আগামী জুন মাস থেকে এটির আমদানি, ব্যবহার ও উৎপাদন বন্ধ থাকবে।সাধারণত ধান, গম, ভুট্টার মতো দানাদার শস্যের পোকা দমনে কার্বোফুরান ব্যবহার করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্লান্ট প্রটেকশন বিভাগ সূত্র বলছে, দেশে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ৪২ হাজার টন বালাইনাশক ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে আট থেকে দশ হাজার টন হচ্ছে কার্বোফুরান–জাতীয়। দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বালাইনাশক এটি।গত বুধবার সরকারের বালাইনাশকবিষয়ক সরকারি স্টিয়ারিং কমিটির সভায় কার্বোফুরান নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে আলোচনা হয়। সেখানে কয়েকটি কোম্পানি চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত বালাইনাশকটি বিক্রি ও আমদানির জন্য সরকারকে অনুরোধ করে। তবে দেশে কার্বোফুরানের কারণে মানুষ ও অন্য প্রাণীর ক্ষতি বাড়ছে উল্লেখ করে সময় না বাড়ানোর পক্ষে মত দেন কমিটির সদস্যরা। তাঁরা বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, নেপাল ও বিশ্বের বেশির ভাগ কৃষিপ্রধান দেশে এটি নিষিদ্ধ হয়েছে।‘এটি মানুষের জন্য ক্ষতিকর তো বটেই, গাছের পরাগায়ণের ভূমিকা রাখা বিভিন্ন জাতের মাছি, প্রজাপতি থেকে শুরু করে ক্ষতিকর পোকা খেয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য রেখে চলা লেডি বিটল ও টাইগার বিটলের মতো পোকা এর কারণে মারা যায়। এটি মাটির উপকারী ব্যাকটেরিয়া ও কেঁচো এবং মাছের ক্ষতি করে। ফলে এই বালাইনাশকের ব্যবহার বাড়ানোর সময় বাড়ানো কোনোভাবেই ঠিক হবে না।’